ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ফটোগ্রাফারদের দেখেই রেগে আগুন সারা, দিলেন ধমক

পৃঃ ৫

আমি মেসি-রোনালদোর চেয়ে বেটার, বললেন সুনিল ছেত্রী

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৯৬ ● কলকাতা ● ৩১ আষাঢ়, ১৪৩০ ● সোমবার ● ১৭ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

সনিয়া থাকলেও মূল নজর মমতার দিকেই,

বেঙ্গালুরুতে ঘটতে পারে বড় কিছু!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পটনার পরে বেঙ্গালুরু। বিজেপি বিরোধী জোটের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রসঙ্গত, বেঙ্গালুরুর এই বৈঠকে হাজির থাকবেন সনিয়া গান্ধি। বেঙ্গালুরু বৈঠকে যা যা নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা, সামনেই সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। সেই অধিবেশনে কোন কোন ইস্যুতে কেন্দ্রের শাসকদলকে চাপ দেওয়া হবে।

কংগ্রেসকে কোন কোন দল কোথায় আসন ছাড়বে, আর কংগ্রেস পাল্টা ছাড়বে তা নিয়েও হবে জোর আলোচনা। বাংলার পঞ্চায়েত ভোটে, কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন মমতা-অভিষেক। ফলে এই রাজ্যের মালদহ বা মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসকে আদৌ আসন ছাড়বে কিনা তৃণমূল তা দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। যার শুরু বেঙ্গালুরু থেকে হতে পারে। অন্যদিকে, জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একাধিক রাজ্যে গিয়েছে তৃণমূল। এর মধ্যে মেঘালয়ে তাদের বিধায়ক রয়েছে। লোকসভায় বাংলার পালটা মেঘালয় হবে কিনা সেটাও দেখার। তবে কংগ্রেস নিয়ে এখনও একাধিক দলের মধ্যে সহজ সম্পর্কের বিষয় নেই। তাই এক সুতোয় জোড়ার কাজ করতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।এর মধ্যে মণিপুরের অশান্তি, মূল্যবৃদ্ধি যেমন রয়েছে, তেমনই আলোচনায় উঠে আসবে অভিন্ন

এরপর ৩ পাতায়

টাকা আটকেই হয়েছে সর্বনাশ,

মানছেন পদ্মনেতারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার সতর্ক করেছেন। বলেছেন, 'মানুষ এই অন্যায় মেনে নেবে না। মানুষের হকের টাকা ফিরিয়ে দিন।' তিনি বার বার প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন, চিঠি দিয়েছেন, বাংলার হকের টাকা বাংলাকে দিতে। একাধিকবার এই সরব হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এখন বিজেপির নেতারা মানছেন, 'টাকা আটকে রাখার খেসারত দিতে হচ্ছে পার্টিকে। আমাদের নেতারা দিল্লির বিভিন্ন মন্ত্রকে দুর্নীতির লম্বা-চওড়া অভিযোগ দিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছেন। তার ভিত্তিতে একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে যাচ্ছে। অথচ কেন্দ্রীয় টিম এসে ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগের কোনও সারবত্তা পায়নি। উল্টে কলকাতা হাইকোর্টের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রকে। আদালত যেখানে হকের টাকা আটকে না রাখার পক্ষে রায় দিচ্ছে, তার বিপরীতে যেতে গিয়েই আমরা মুখ থুবড়ে পড়লাম।' পদ্মের নেতারা মানছেন, টাকা আটকে যাওয়ার সমস্যায় পড়েছেন অসংখ্য মানুষ। মাথার ওপর ছাদ তৈরির কাজ আটকে থাকার সংখ্যাটা বাড়তে বাড়তে কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতায় প্রভাবিত হয়েছেন আরও হাজার হাজার বাসিন্দা। ওই নেতারা আরও মানছেন, ২০১৮ সালে যত সংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি দখল করেছিল, সেখানেও এবার খারাপ ফল হয়েছে। আগেরবার জেতা বহু পঞ্চায়েতই এবার হাতছাড়া হয়েছে। বাংলার হকের টাকা আটকে রাখায় বার বার কেন্দ্র সরকার ও বিজেপিকে নিশানাও বানিয়েছেন। রাজ্যের আধিকারিকেরা একাধিকবার কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছেন ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প, গ্রামীণ

এরপর ৩ পাতায়

নিয়োগ দুর্নীতির কালো টাকায় ভোট হয়েছে?

ইডির তদন্তে আতশকাচের তলায় একাধিক প্রশ্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জর্জরিত বাংলা। শাসক দলের একাধিক নেতার নাম জড়িয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য সহ অনেকেই এখনও জেলবন্দি। দুর্নীতির শিকড় খুঁজে বের করতে তদন্ত জারি রয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থা ইডি আগেই দাবি করেছে নিয়োগ কেলেঙ্কারির কালো টাকা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে যুব তৃণমূলের সভানেত্রী তথা অভিনেত্রী সায়নী ঘোষের। কুন্তল ঘোষের সঙ্গে তাঁর চ্যাট ইডির হাতে এসেছে। সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁকে তলব করে ইডি। দীর্ঘ ১১ ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কুন্তলের সঙ্গে তাঁর লেনদেন হয়েছে কিনা তা জানতে চায় তদন্তকারীরা। দ্বিতীয়বার তলব করলে পঞ্চায়েতের প্রচারে ব্যস্ত থাকার কারণে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন। ইডি সূত্রে এখন দাবি, সেই টাকার একটি অংশ রাজনৈতিক কার্যকলাপেও খরচ করা হয়েছে। আর সেই খরচ হয়েছে নগদে। প্রশ্ন উঠেছে, এ বার কি শাসক দলের আরও উচ্চ পদাধিকারী আতশকাচের তলায় চলে এলেন। চাকরির টোপ দিয়ে বেআইনি ভাবে যে টাকা বাজার থেকে তোলা হয়েছে, সেই টাকা কোথায় খরচ হয়েছে (মানি ট্রেল), ইডির তদন্ত মূলত তা ঘিরেই।

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

দলের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল,

নির্দল প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়েই বিজয় মিছিল তৃণমূলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলের টিকিট না পেয়ে যারা নির্দল হিসেবে দলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন যারা তাঁদের বিরুদ্ধে বারে বারে কড়া অবস্থানের কথা জানিয়েছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এমনকী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার এ বিষয়ে বলেছেন দলের প্রতীকে যে সব প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাঁদেরকে জেতাতেই হবে।

আর এই ঘটনায় গোসাবার আমতলীতে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল আরও একবার প্রকাশ্যে চলে এল। বিধায়ক ও তাঁর অনুগামীদের হারিয়ে জয় পেয়েছেন রঞ্জন। আর সেই কারণে তাঁর অনুগামী সমস্ত জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বিজয় উতসব পালন করলেন তিনি। সেখানে একদিকে যেমন ছিলেন তৃণমূলের প্রার্থী, তেমনি ছিলেন নির্দলের প্রতীকে জয়ী প্রার্থীরাও। নির্দলদের কোন ভাবেই দলে নেওয়া যাবে না যারা দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোটে লড়াই করবেন। অন্যদলের প্রার্থীকে তৃণমূল দলে নিলেও এইসব নির্দলদের দলে নেবে না। তবে, উঁচুতলার সেই নির্দেশ যে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপে পৌঁছয়নি তা প্রমাণিত হল। এখানে তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে জয় পাওয়া নির্দল প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়েই বিজয় মিছিল করলেন দলের নেতারা।দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের আমতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়ী নির্দল প্রার্থীদের নিয়ে আমতলীতে কখনো পায়ে হেঁটে আবার কখনো নির্দল প্রার্থীর প্রতীক ট্রাক্টরে চেপে বিজয় মিছিল করলেন আমতলী অঞ্চল তৃণমূলের নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট গ্রাম সভার আসন ছিল ১৫ টি ও পঞ্চায়েত সমিতির তিনটি আসনের মধ্যে তৃণমূলের দলীয় প্রতীককে তৃণমূল কংগ্রেস গ্রামসভায় ৮ টি আসনে জয় লাভ করে। বাকি ৭ টি আসনে নির্দল প্রার্থীরা জয় লাভ করেন। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় টিকিট ভাগাভাগি করে গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডলের অনুগামীরা গ্রাম সভায় ৭টি আসনে তৃণমূলের প্রতীকে প্রার্থী দাঁড় করায় ও একটি প:স: আসনে দলীয় প্রার্থীকে দাঁড় করায়। অপরদিকে আমতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জন মন্ডল দলীয় টিকিটে গ্রাম সভায় ৮ টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করান ও দুইটি পঞ্চায়েত সমিতির আসনে তৃণমূলের প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু প্রধান ও বিধায়কের অনুগামীরা একে অপরের বিরুদ্ধে গোঁজ প্রার্থী দাঁড় করান সব কয়টি আসনেই। তারমধ্যে বিধায়কের অনুগামীরা তিনটি আসনে বিজেপি কে সমর্থন করে। ফল ঘোষণার পর পঞ্চায়েত প্রধানের অনুকূলে ৬ টি তৃণমূল প্রার্থী ও তিনটি নির্দল প্রার্থী জয় লাভ করে। অপরদিকে বিধায়কের অনুকূলে ৪ টি দলীয় প্রার্থী ও ২টি নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করে। ফলে পাল্লা ভারি প্রধান রঞ্জন মণ্ডলেরই।

কর্মীদের লড়াইয়ের মানসিকতা কম',

পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির ফল নিয়ে ধমক দিলীপের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সদ্য মিটে যাওয়া রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটে যথেষ্ট খারাপ ফলাফল হয়েছে বিজেপির। উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহলের শক্ত ঘাঁটিও খানিকটা দুর্বল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার দলের সাংগঠনিক বৈঠকে কার্যত বোমা ফাটালেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ । রীতিমতো ধমকের সুরে কেন উওরবঙ্গ, ঝাড়গ□মে ফলাফল খারাপ হল, তা জানতে চান।এই মুহূর্তে রাজ্যের ৪২ লোকসভা আসনের কাজকর্ম ঠিকমতো চালানোর জন্য ৪২টি সাংগঠনিক জেলা ছিল বিজেপির। এবার তা আরও বাড়ানো হল। বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৫। পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হতে না হতেই লোকসভার প্রস্তুতি শুরু করে দিচ্ছে বিজেপি। অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদি, জে পি নাড্ডারা আগস্ট থেকেই রাজ্যে প্রচারে আসবেন বলে খবর। এর মধ্যে ১৬ আগস্ট ১০০০টি সভা করা হবে দলের তরফে। মোদি সরকারের ৯ বছর উপলক্ষে প্রচারের জন্য এই কর্মসূচি। সাংগঠনিক বৈঠক সেরে বেরিয়ে এমনই জানিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।কর্মীদের মধ্যে লড়াই করার মানসিকাতা কম। তাই একটুতেই বুথ ছেড়ে চলে আসে। কে এদের সাহস দেবে?'

পঞ্চায়েত পর্যালোচনা বৈঠকে আরও একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে পঞ্চায়েতে ভোট-সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে আগমী ১৯ তারিখ কলকাতায় মহামিছিলে নামতে চলেছে রাজ্য বিজেপি । আর তৃণমূলের ২১ জুলাই সমাবেশের আগে বিজেপির এই মিছিল নিঃসন্দেহে অন্যরকম তাতপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী প্রার্থীদের আরও উজ্জীবিত করতেও পদক্ষেপ নিচ্ছে দল। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, দলের বিজয়ী প্রার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। জেলা নেতৃত্বের উপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জেলার জয়ীদের নিয়ে সভার আয়োজন করা হবে।

ব্যাপক হারে নদীতে ভাঙ্গন শুরু হরিশ্চন্দ্রপুরের ইসলামপুরে,

আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের

সানু ইসলাম : নিউজ সারাদিন : হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ফুলহর নদী তীরবর্তী অঞ্চল এর দক্ষিণ তীরে নদীর জল কমতেই ব্যাপক ভাঙ্গন শুরু হয়েছে।ব্যাপক হারে ভাঙ্গনের জেরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে নদী ক্রমশ জনবসতীর কাছে চলে এসেছে।জনবসতি এলাকা থেকে নদী আর মাত্র কুড়ি মিটার দূরে। ইতিমধ্যে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার বেশ কতগুলি পোল ভাঙ্গনের প্রভাবে নদীর খুব কাছে চলে এসেছে। এক দু দিনের মধ্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করার খুঁটিগুলি নদী গর্ভে তলিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ভাঙ্গন দুর্গত এলাকার বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ইলেকট্রিকের পোল নদীর দিকে হেলে পড়েছে ভাঙ্গনের জেরে। পোল গুলি নদীর তলায় চলে গেলে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতেরই সাত থেকে আটটি গ্রামের মানুষ কার্যত অন্ধকারে ডুবে যাবে। নদী ভাঙ্গনের জেরে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়বে হরিশ্চন্দ্রপুরের এক অংশ।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর নদী ভাঙ্গনের জেরে ইসলামপুর অঞ্চলের কাউয়া ডোল, রশিদপুর, উত্তর ভাকুড়িয়া, দক্ষিণ ভাকুরীয়া, মিরপাড়া তাঁতিপাড়া সহ একাধিক গ্রামের নদী সংলগ্ন বিভিন্ন পাড়া র খুব কাছে নদী চলে এসেছে।

ভাঙ্গনের এই চেহারা দেখে এলাকার কৃষকেরা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে চাষ করা পাট অপরিণত অবস্থাতেই কেটে নিচ্ছে। খুলে নেওয়া হচ্ছে অস্থায়ীভাবে তৈরি করা কাঁচা বাড়িগুলি।এইভাবে ভাঙন চলতে থাকলে অচিরেই হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লক এলাকার ইসলামপুর অঞ্চলের বেশ কয়েকটি গ্রাম নদীগর্ভে চলে যেতে পারে। ইলেকট্রিক পোল গুলি নদীর তলায় চলে গেলে কার্যত এলাকার ৫ থেকে ১০ হাজার মানুষ কে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় কাটাতে হবে।

সবজির দামে আগুন!

অথচ পাইকারি দরে দাম কমেছে, খুচরো বাজারে কমছে না কেন?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সবজির দাম পাইকারি বাজারে কমলেও, খুচরা বাজারে এখনও নাগালে বাইরে। এই নিয়ে কথা বলা হয়েছিল বিভিন্ন বিক্রেতা এবং টাস্ক ফোর্স-এর কর্তাদের সঙ্গে। বিষয়টি যে জায়গায় দাঁড়াল, জেনে নিন।খুচরো বিক্রেতাদের ওপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। যার ফলে সবজি কত দামে বিক্রি করবে, তারাই ঠিক করে। যার ফলে যখন সবজির দাম বাড়ে, তখন পাইকারি বাজারের তুলনায় দ্বিগুণ কিংবা কাছাকাছি দরে খুচরো ক্রেতাদের খুচরো বাজার থেকে সবজি কিনতে হয়। কারণ এই ব্যবসায় নির্দিষ্ট কোন বিলিং প্রথা নেই।শহর কলকাতায় মোট ৫৮৫ টি বাজার রয়েছে। তার মধ্যে ৪০-৫০ টি বাজারে সরেস সবজি বিক্রি হয়। যার ফলে, সেই বাছাই করা সবজির দাম ওই বাজারগুলোতে অন্যান্য বাজারে তুলনায় কিছুটা বেশি হয়।একটু ভাল খাওয়ার জন্য বেশিরভাগ মানুষ ওই বাজারগুলোতে যান। বাকি অন্যান্য বাজারগুলোতে বেশিরভাগটাই দ্বিতীয় শ্রেণীর সবজি বিক্রি হয়।

যেমন পাইকারি বাজারে শনিবার বাছাই করা বেগুনের দাম ২৫০-২৭০ টাকা পাল্লা বিক্রি হয়েছে। যা ৫০- ৫৪ টাকা কেজি দরে।উচ্ছে ২০০-২২০ টাকা দরে পাল্লা বিক্রি হয়েছে। কিন্তু খুচরো বাজারগুলোতে যে বেগুন, উচ্ছে, পটল বিক্রি হচ্ছে তা প্রত্যেকটাই বি গ্রেডের। কিন্তু সাধারণ ক্রেতারা সেগুলিকে ফ্রেশ সবজি হিসাবে দাম দিয়ে কিনছেন।

সবাই বলছেন, চাষিরা সবজি চাষ করে কাঁদছেন। যারা খুচরো বাজারে খুচরো ক্রেতা, তাঁরাও সব্জি কিনতে গিয়ে কাঁদছেন। তা হলে মাঝের টাকাটা যাচ্ছে কোথায়? পাইকারি ব্যবসায়ীদের দাবি, খুচরো বিক্রেতারা কম দামে সবজি কিনে ৮০-১০০% লাভে বিক্রি করছে।

যদিও খুচরো বিক্রেতাদের অভিযোগ রয়েছে, সবজি শুকিয়ে যায়। নষ্ট হয়। যার কারণে তারা একটু বেশি লাভ রেখেই বিক্রি করেন। বাজার নিয়ে যারা চর্চা করছেন যাঁরা, তাঁদের বক্তব্য- চাষি এবং খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে একটা বড় অংকের টাকা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। সেটার ভাগ মূলত ভোগ করে বাজারে খুচরো বিক্রেতারা।

২১ জুলাইয়ের সমাবেশের

আগেই মিছিল বিজেপির

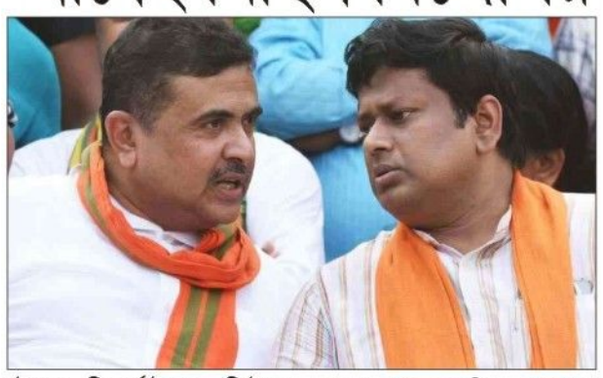

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার তৃণমূলের 'শহিদ দিবস' পালন। তার আগে বুধবারই কলকাতায় বড় আকারে মিছিলের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য বিজেপি। চূড়ান্ত পরিকল্পনা না হলেও ঠিক হয়েছে কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত হবে মিছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস ও গণনায় কারচুপির অভিযোগ এই মিছিলের সামনে থাকবেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।ঠিক এক বছর আগে ২১ জুলাইয়ের দিনেই হাওড়ার উলুবে□ড়িয়ায় একটি সমাবেশের পরিকল্পনা করেছিল বিজেপি। কিন্তু শুভেন্দু উদ্যোগী হলেও পুলিশ সেই সমাবেশের অনুমতি দিতে চায়নি। এর প্রতিবাদে বিজেপি আদালতে গেলেও আবেদন খারিজ হয়ে যায়। তবে এ

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
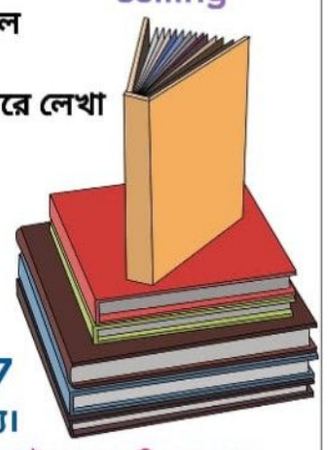
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

নিয়োগ দুর্নীতির কালো টাকায় ভোট হয়েছে? ইডির তদন্তে আতশকাচের তলায় একাধিক প্রশ্ন

তদন্তকারীদের দাবি, বাজার থেকে তোলা টাকা যে রাজনৈতিক দলের প্রচারে খরচ করা হয়েছে, তার নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে নিয়োগ কাণ্ডে ধৃত তৃণমূলের দুই যুব নেতা (পরে বহিষ্কৃত) কুন্তল ঘোষ ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। অভিযোগের তির মূলত কুন্তলের দিকেই। তদন্তকারীদের দাবি, চাকরির টোপ দিয়ে বাজার থেকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা তুলেছিলেন কুন্তল। জেরায় তিনিই নাকি দাবি করেছেন, তার মধ্যে ধাপে ধাপে ১০ কোটিরও বেশি টাকা দিয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। ইডি সূত্রের দাবি, এখনও পর্যন্ত কুন্তল ও তাঁর আত্মীয়দের নামে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার ব্যাঙ্ক আমানত ও সম্পত্তির হদিস পাওয়া গিয়েছে। বাকি প্রায় ১৬ কোটি টাকার হদিস পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। তদন্তকারীদের দাবি অনুযায়ী, ২০২১ সালে রাজ্যে বিধানসভা ভোট এবং পরবর্তীকালে ত্রিপুরার নির্বাচনে কুন্তল মারফত নগদ টাকা খরচ হয়েছে। তদন্তকারীদের সূত্রে এ-ও দাবি, ত্রিপুরার নির্বাচনে কলকাতার বাসিন্দা এক ঝাঁক যুব নেতা-নেত্রী সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের বেশিরভাগই কুন্তল-ঘনিষ্ঠ। অভিযোগ, শুধু রাজনৈতিক কার্যকলাপ নয়, ওই নেতা-নেত্রীদের থাকা-খাওয়া ও যাতায়াতের খরচও নগদ টাকায় মেটানো হয়েছিল। নিয়োগ দুর্নীতির কালো টাকা কয়েক জন যুব নেতা-নেত্রীর বিভিন্ন সম্পত্তি ও ব্যবসাতেও বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে ইডির দাবি।

এখন, কয়েক জন যুব নেতা-নেত্রীর আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির হদিস পেতে তাঁদের ডেকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে ইডি সূত্রের দাবি।যুব নেত্রী সায়নী ঘোষকে ইতিমধ্যেই ডেকে পাঠিয়ে ১১ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বার তলব করা হলেও তিনি যাননি, ভোটপ্রচারে ব্যস্ত থাকার কারণ দেখিয়ে, পাঠিয়েছেন কিছু নথিপত্র। ইডি সূত্রে খবর, সায়নীর জবাবে তদন্তকারী সংস্থা সন্তুষ্ট নয়, যদিও অভিনেত্রী-নেত্রী প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে তোলা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন।

১-ম পাতার পর

টাকা আটকেই হয়েছে সর্বনাশ, মানছেন পদ্মনেতারা

আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার টাকা ছাড়ার জন্য। কিন্তু কোনও কিছুতেই কিছু হয়নি। উল্টে বাংলার বিরোধী দলনেতা বেশ গর্বের সঙ্গে বুক ঠুকে একের পর এক সভা থেকে দাবি করে গিয়েছেন, কীভাবে তিনি টাকা আটকে দিয়েছেন বা আগামী দিনেও টাকা আটকে দেবেন। কিন্তু পঞ্চায়েতে ভরাডুবির পরে এখন বাংলার পদ্মনেতারাই মানছেন, টাকা আটকেই সর্বনাশ হয়েছে। কার্যত বাংলার বুকে রাজ্য সরকার ও তৃণমূলকে প্যাঁচে ফেলতে গিয়ে কার্যত নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে বসে আছে বিজেপি।পঞ্চায়েতের নির্বাচনে কার্যত ভরাডুবি হয়েছে বিজেপির। পদ্মনেতারা যতই সন্ত্রাস সন্ত্রাস করে চিতকার জুড়ে দিন না কেন, বাম ও কংগ্রেসের বড় সংখ্যার আসন প্রাপ্তি তাঁদের সেই দাবিকে ঠুনকো বানিয়ে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল, মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ক থেকে রাজবংশী ভোট ব্যাঙ্ক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সমর্থন মেলেনি সংখ্যালঘু থেকে আদিবাসীদেরও। সেই ভরাডুবির জেরেই বঙ্গ বিজেপির নেতারা বিপর্যয়ের কারণ খুঁজতে নেমেছিলেন। আর সেখানেই তাঁদের প্রাথমিক মূল্যায়ণ, ১০০ দিনের কাজ থেকে আবাস, সড়ক যোজনা-গ্রামবাংলার একের পর এক প্রকল্পের টাকা আটকানোই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন নিজেদের সরকারকে প্রভাবিত করে একাধিক প্রকল্পে রাজ্যের বকেয়া টাকা আটকে দেওয়ার যে পন্থা পদ্মপার্টির নেতারা নিয়েছিলেন, সেই পন্থাই এখন অজগর হয়ে তাঁদেরই গিলে খাচ্ছে। আর এই টাকা আটকানোর কথা সব থেকে বেশি বুক ঠুকে বলেছেন বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর এখন তাই বঙ্গ বিজেপির এই পরাজয়ের জন্য দলের নীচুতলার কর্মী থেকে দলের আদি নেতারা শুভেন্দুকেই কাঠগড়ায় তুলছেন। তাঁদের সাফ দাবি, শুভেন্দুর জন্যই এই বিপর্যয় নেমে এসেছে।যদিও এই তত্ত্ব মানতে নারাজ শুভেন্দুর অনুগামীরা। তাঁরা পাল্টা দাবি করছেন, শুভেন্দুর জন্যই বিজেপির আসন এবার বেড়েছে। কেননা শুভেন্দুই পেরেছেন শাসকের চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে। সেই কারণেই বাংলার অনান্য জেলায় বিজেপি যা ফল করেছে তার থেকে বেশি ভাল ফল করেছে পূর্ব মেদিনীপুরের মাটিতে। সেখানে বিজেপি সব থেকে বেশি সদস্য পাঠাতে পেরেছে জেলা পরিষদে, সব থেকে বেশি পঞ্চায়েত সমিতি জিতেছে এবং সব থেকে বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়ী হয়েছে। রাজ্যের অন্য কোনও জেলায় তা হয়নি। আর তাই অমিত শাহও শুভেন্দুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ট্যুইট করে। যদিও দলের আদি নেতা থেকে কর্মীরা সবাই একযোগে মানছেন, টাকা বন্ধ করে তৃণমূলকে ধাক্কা দেওয়ার কৌশল কার্যত ব্যুমেরাং হয়েছে পঞ্চায়েত ভোটে। মানুষ বিজেপির দিক থেকেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। রাজ্যের প্রান্তিক মানুষের কর্মসংস্থানের অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রকল্প ১০০ দিনের কাজের অর্থ প্রায় দু'বছর ধরে বন্ধ। কর্মহারা কয়েক কোটি গ্রামবাসী। তৃণমূল প্রচার করেছে, বিজেপি শক্তিশালী হলে আরও একাধিক প্রকল্প বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেই আশঙ্কাতেই উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল সহ বাংলার বহু 'উর্বর' জেলায় ধস নেমেছে পদ্মপার্টির জনসমর্থনে।

১-ম পাতার পর

সনিয়া থাকলেও মূল নজর মমতার দিকেই, বেঙ্গালুরুতে ঘটতে পারে বড় কিছু!

দেওয়ানি বিধির প্রসঙ্গ।

কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা ও সাম্প্রতিক সময়ে মহারাষ্ট্রের উদাহরণ তুলে আনা হবে। বিজেপি বিরোধিতায় সরব সব রাজনৈতিক দল লোকসভা ও বিধানসভায় এই বিষয়ে ফ্লোর কো-অর্ডিনেশন করতে পারে। যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক সাংসদ রয়েছে, তাই এই বিষয়ে তাঁরা সরব হলে, বাকিরা রাজনৈতিক সমর্থন পাবে। এই বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে এখন থেকেই ভোটমুখী পাঁচ রাজ্যে যৌথ মঞ্চের মাধ্যমে প্রচারের কাজ শুরুর পরিকল্পনা নেওয়া হতে পারে।এর আগে ২০২১ সালে এই বিষয়ে একবার আলোচনার প্রস্তাব তৃণমূল কংগ্রেস দিলেও, তা নিয়ে সে অর্থে উচ্চবাচ্য হয়নি। বৈঠকে আলোচনায় গুরুত্ব পাবে কেন্দ্রের অধ্যাদেশ বা অর্ডিন্যান্স ইস্যু। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল এই বিষয়ে সকল দলের থেকে সমর্থন চেয়েছে। কংগ্রেস তার অবস্থান স্পষ্ট করেনি পটনা বৈঠকে। যা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পায়। আসরে নামেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কংগ্রেসের বৈঠক রয়েছে। সেখানে এই প্রসঙ্গে আলোচনা হতে পারে। সূত্রের খবর, কেজরিওয়ালকে বোঝানোর দায়িত্ব বিরোধী জোট নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেবেন। কারণ কেজরিওয়ালের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মধুর। এছাড়া আসন নিয়েও আলোচনা শুরুর সম্ভাবনা এই বৈঠকে।

হিঙ্গলগঞ্জে তৃণমূল কর্মীর মোটরসাইকেল ও টোটো পুড়িয়ে দেওয়া হল

হিঙ্গলগঞ্জ: নিউজ সারাদিন : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা । বাইক ও টোটোতে আগুন দুষ্কৃতীদের। এলাকায় চাঞ্চল্য।এর সঙ্গে রাজনৈতিক কোন গন্ডগোল আছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নির্বাচনের পর পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটেছে ।গোবিন্দ কাটি গ্রাম পঞ্চায়েত ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জিতে নিয়েছে। তারপরও এই ধরনের ঘটনা কি করে ঘটলো তাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।সর্বস্ব হারিয়ে অসহায় তৃণমূল পরিবার। ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে। গোবিন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১৫ নম্বর বুথের পারগুনটি গ্রামের ঘটনা।সক্রিয় তৃণমূল কর্মী সঞ্জয় মন্ডল পরিবারের সদস্য বৃদ্ধ মা নমিতা মন্ডলকে নিয়ে এলাকায় বসবাস করেন। এলাকায় দক্ষ সংগঠক হিসেবে পরিচিত।

গতকাল একদল দুষ্কৃতী গভীর রাত্রে তার বাড়িতে হামলা চালায়। প্রথমে বাড়ি ভাঙচুর করে তারপর তারপর টোটো ও বাইকে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রায় ৩০ মিনিট দাউদাউ করে আগুন জলে। নেভানোর চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করছে ।

দিল্লি অর্ডিন্যান্স! কংগ্রেসের অবস্থানকে স্বাগত জানাল আপ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সোমবারে বেঙ্গালুরুতে বিরোধী দলগুলির বৈঠক শুরু তার ঠিক একদিন আগে কংগ্রেস দিল্লির অর্ডিন্যান্স ইস্যুতে আপকে সমর্থন করার কথা জানিয়েছে। অর্থাত তারা দিল্লিতে কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল জানিয়েছেন, তারা কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্সকে সমর্থন করছেন না।সেই সময় আপের তরফে বিবৃতি দিয়ে দিল্লির অর্ডিন্যান্স নিয়ে কংগ্রেসের দ্বিধয় প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল কংগ্রেস এই অবস্থান নিলে জোটের অংশ হওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হবে ।

সোমবার ও মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে অন্তত ২৪ টি বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দল দ্বিতীয় বিরোধী সভায় যোগ দিতে চলেছে। ২৩ জুন পটনার সভায় সেখানে হাজির দলের সংখ্যা ছিল ১৫। পটনার সভার মতো বেঙ্গালুরুর সভাতেই প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধী উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আরও বলেছেন, কংগ্রেস মনে করছে আপত সোমবারের বৈঠকে যোগ দেবে। দিল্লির পরিষেবা সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স নিয়ে কংগ্রেস অবস্থান খুবই স্পষ্ট। কংগ্রেস সেটাকে সমর্থন করবে না।রাজ্যসভার আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা তাদের দলের প্রতি কংগ্রেসের অবস্থান নিশ্চিত করে বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি টুইট করে বলেছেন, কংগ্রেস দিল্লি অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতার করার কথা ঘোষণা করেছে। এটা একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

অন্যদিকে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম বলেছেন, সংযুক্ত বিরোধীদের নেতা যথা সময়ে বেরিয়ে আসবেন। তিনি আরও বলেছেন, আপ যেভাবে পটনায় বিরোধীদের সভায় দিল্লি অর্ডিন্যান্সকে ইস্যু করেছিল তা দুর্ভাগ্যজনক।

প্রসঙ্গত গত ২৩ জুন পটনায় বিরোধীদের বৈঠকের সময়ে দিল্লির অর্ডিন্যান্স নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থান অস্পষ্ট ছিল। ফলে বিরোধীদের সভায় এটি অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছিল। সেই সময় অর্ডিন্যান্স নিয়ে দিল্লির সরকারকে সমর্থন না করার জন্য আপ কংগ্রেসের সমালোচনা করার পাশাপাশি জোটে যোগদান নিয়েও হুঁশিয়ারি দিয়েছিল।

ব্যারিকেড ভেঙে এগোলেন নওশাদ,

ভাঙড় যাওয়ার পথে তুমুল উত্তেজনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত শুক্রবারই ভাঙড় যাওয়ার পথে পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে। সেবার প্রায় ৩ ঘণ্টা রাস্তাতেই ঠায় অপেক্ষা করেছিলেন তিনি। আজ, রবিবার, আবার ঘটল সেই ঘটনা। দুপুর দুপুর ভাঙড়ে যাওয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন, কিন্তু, পথে তাঁকে ফের আটকে দিল পুলিশ।ক্ষুব্ধ নওশাদ দাবি করেন, তিনি ভাঙড়ের আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। জাহানারা খাতুন নামে এক আইএসএফ প্রার্থী এখনও ভাঙড় থেকে নিখোঁজ রয়েছেন বলেও অভিযোগ করেছিলেন নওশাদ।

পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্ব থেকে শুরু করে ভোটের ফলাফলের পর, দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়। ভোট পর্বে ৩ জনের মৃত্যুও হয়েছে।৩ খুনের সিট তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লা । ক্ষুব্ধ নওশাদ জানালেন, এ সবই সুপরিকল্পিত।

রবিবার দুপুর নাগাদ হুগলির ফুরফুরার বাড়ি থেরে গাড়িতে করে ভাঙড়ের উদ্দেশে রওনা দেন নওশাদ। কিন্তু, বিকেলেই আর্টস অ্যাকর মোড়ের কাছে বিধায়ককে আটকায় পুলিশ। নওশাদকে জানানো হয়, এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকায় তাঁকে সেখানে যেতে দেওয়া যাবে না। সব শুনে নওশাদের বক্তব্য, তাঁকে আগেও বেআইনি ভাবে আটকানো হয়েছিল। এ সমস্তই সুপরিকল্পিত ভাবে করা হচ্ছে।বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট এবং কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, বিধায়কের কোনও অভিযোগ থাকলে, তিনি তা লিখিত আকারে জানাতে পারেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

নওশাদ বলেন, "১৪৪ ধারা জানি আমি। ভাঙড়ে আমি কোনও জমায়েত করতে যাচ্ছি না। আমার সঙ্গে মাত্র এক জন আছেন।" তাঁর অভিযোগ, গত শনিবারই ভাঙড়ে সভা করেছেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। ১৪৪ ধারা জারি থাকলে সেটা কী ভাবে সম্ভব? নওশাদের বক্তব্য, ''যা হচ্ছে তা অগণতান্ত্রিক। আমি পুলিশের কাছে জানতে চাইছি, ১৪৪ ধারা জারির মানে কী?"

এরপরে, নওশাদ ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। জোর গলায় বলে, "আমাকে এরেস্ট করুন, না হয় যেতে দিন।" এরপরেই নওশাদকে আটক করে পুলিশ। দু'হাত তুলে রাস্তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় নওশাদকে।গত শুক্রবার সকাল দশটার কিছু পরে নিউ টাউনের হাতিশালা হয়ে ভাঙড়ের দিকে যাচ্ছিলেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। কিন্তু হাতিশালার কাছে তাঁর গাড়ি আটকায় পুলিশ। ঘটনাস্থলে ছিলেন নিউ টাউনের ডিসি ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। নওশাদ সিদ্দিকিকে পুলিশ জানায়, ওই পথ দিয়ে তাঁর ভাঙড় যাওয়ার অনুমতি নেই। যদিও পুলিশের আপত্তি মানতে চাননি নওশাদ। পুলিশের কাছে লিখিত নির্দেশিকা দাবি করেন তিনি। সেই নথিও তাঁকে দেওয়া হয়। এর পরেও অবশ্য এলাকা ছাড়তে চাননি নওশাদ। পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হয়, এই পথ দিয়ে তাঁকে কোনও ভাবেই ভাঙড় যেতে দেওয়া সম্ভব নয়।

২ পাতার পর

২১ জুলাইয়ের সমাবেশের আগেই মিছিল বিজেপির

বারের মিছিল ২১ জুলাইয়ের দু'দিন আগে ১৯ তারিখেই করার পরিকল্পনা রাজ্য বিজেপির। এর পরে করার উপায়ও নেই বিজেপির। ওই দিনের মিছিলে দলের দক্ষিণবঙ্গের সব সাংসদ ও বিধায়ককে হাজির হতে বলা হয়েছে। আবার পরের দিন বৃহস্পতিবার থেকেই সংসদে বাদল অধিবেশন শুরু। ফলে ওই রাতেই বা পরের দিন সাংসদদের দিল্লি চলে যেতে হবে। রবিবারের বৈঠকে রাজ্য বিজেপি এই সিদ্ধান্তও নিয়েছে যে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সব প্রার্থীরা হেরে গিয়েছেন তাঁদের 'লড়াই'কে সম্মান জানাবে দল। কী ভাবে সেই সম্মান জানানো হবে তা অবশ্য রবিবারই চূড়ান্ত হয়নি।পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল পর্যালোচনা ও পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করতে শনিবার রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব একটি বৈঠক করেন। কলকাতার একটি হোটেলে হওয়া সেই বৈঠকে সুকান্ত, শুভেন্দু ছাড়াও ছিলেন রাজ্য দলের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী এবং সহ সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সতীশ ধন্দ। ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন রাজ্যের দায়িত্ব পাওয়া চার কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসল, মঙ্গল পাণ্ডে, অমিত মালব্য এবং আশা লাকড়া। এর পরে রবিবার দলের সল্টলেকের দফতরে রাজ্য নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে শুভেন্দু ছাড়া শীর্ষ নেতারা সকলেই হাজির ছিলেন। বৈঠকে ছিলেন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষও।রবিবারের বৈঠকে ডাকা হয়েছিল দলের বিভিন্ন মোর্চার নেতাদেরও। সেখানেই আগামী বুধবারের কর্মসূচি ঠিক হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে হাওড়া ও শিয়ালদহে জড়ো হবেন কলকাতার আশপাশের জেলা থেকে আসা কর্মী, সমর্থকরা। সেখান থেকে মিছিল আসবে কলেজ স্ট্রিটে। কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণের কর্মীরা সরাসরি কলেজ স্ট্রিটে চলে আসবেন। সেখান থেকেই মূল মিছিল শুরু হয়ে ধর্মতলার দিকে যাবে। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার তৃণমূলের মঞ্চ তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। খুঁটিপুজো সেরে মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে। আগামী বুধবারের আগেই সেই কাজ অনেকটা শেষ হয়ে যাবে। এই অবস্থায় বিজেপি মিছিল করে ধর্মতলা আসতে চাইলেও পুলিশ তার অনুমতি দেবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে বিজেপির সিদ্ধান্ত, বাধা দেওয়া হলেও মিছিল হবে। তবে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার পরেই পুলিশের কাছে অনুমতির জন্য যাবে দল।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৯৬ সংখ্যা ১৭ জুলাই, ২০২৩ সোমবার ৩১ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে নিরাপত্তার অভাব

স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে। তার পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক নেওয়ার জন্য দখলে থাকা জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে,এটা প্রশাসনের একাংশ যুক্ত তাহলে তার পরই সম্ভব। আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, এই বাজারে বিক্রি করে সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বাকি রয়েছে সে কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের। নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ স্তরের কিছু নেতারা সাম নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ভগবান শনিদেবের নাম দশটি - শনি, ছায়ানন্দন, পিঙ্গল, বভ্রু, রৌদ্র, সৌরী, মন্দ, কৃষ্ণা (কৃষ্ণবর্ণের কারণে হয়তো) দুঃখভঞ্জন, কৌনস্থ্য। শনিদেবের গুরু কৈলাসপতি শিবশঙ্কর আর বৃন্দাবনবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শনিদেবের একমাত্র আরাধ্য দেব মহাযোগী হনুমানজি। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জনগণের কাছে সঠিক খবর পৌঁছে দেওয়াই একজন দেশপ্রেমিক সাংবাদিকের কাজ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

শুধুমাত্র তিনি যে সংস্থায় কাজ করছেন তার নীতি অনুসরণ করছেন। সেক্ষেত্রে জনমানসে কিছু বিশ্বাসযোগ্যতা তিনি হারাচ্ছেন। বিপদ বাড়ছে যখন গণমাধ্যমের মালিকপক্ষ বিশেষ স্বার্থরক্ষায় কোনও বিশেষ ক্ষমতাসীন দলকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সেই সময় তিনি সত্যটি জেনেও কারও বিরুদ্ধে যাচ্ছেন না। চাকরি হারাবার ভয়ে ঘরে মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে ফেলছেন। আর বাইরেও সেইসব দলের নেতাদের কাছেও সম্ভ্রমটুকু আদায় করতে পারছেন না। হক কথা বলার ধক না থাকলে কেউই পোঁছে না। সাংবাদিকদের একাংশ নেতাদের সঙ্গে ওঠাবসা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে অথবা অনৈতিকভাবে তাঁদের ছুড়ে দেওয়া কিছু সুযোগ সুবিধা নিয়েই তৃপ্ত। হ্যাঁ, তাতে ব্যক্তিগত কিছু লাভ হয় বটে, কিন্তু যদি তাঁরা ভেবে থাকেন এতে শ্রদ্ধা আদায় হয়, তবে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।এ তো সাংবাদিক স্তরের কথা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সাংবাদিকতার কথা এলেও দেখা যাবে, বিভিন্ন দেশেই রাজনৈতিক এবং কর্পোরেট কুশীলবরা সাংবাদিকতাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করছে, যা আগে এমনভাবে দেখা যায়নি। কোথাও তারা হাত ধরাধরি করে কোথাও একে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে পারস্পরিক স্বার্থসিদ্ধি করছে লক্ষ্য অবশ্য একটাই। সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধ করা। রাশিয়ায় পুতিনের রাজনৈতিক প্রতাপের কাছে স্বাধীন গণমাধ্যমের মালিক খোদোরকভস্কিকে মাথা নোয়াতে হয়। দশ বছর জেলে কাটাতে হয় পুতিনের চাপে। এখন তিনি মুক্তি। এখন রুশ প্রেসিডেন্ট নিজেও অর্থশালী গোষ্ঠীদের নিয়ে বিব্রত নন। কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর সমালোচনা চলবে না। প্রবল প্রতাপের সেই প্রভাবে রুশ গণমাধ্যম কার্যত নখদন্তহীন। চিনের কথা তো সকলেই জানেন। এমন বহুদেশের কথা জানেন সকলে। আবার এর উল্টোদিকে নরওয়ে সুইৎজারল্যান্ডের কথাও জানেন। তবে সেখানকার পরিপ্রেক্ষিত অনেকটাই আলাদা। যার সঙ্গে অন্তত একশো তেত্রিশ কোটির দেশের সমস্যা এবং স্বপ্নের কোনও মিল নেই।সেই ইতিহাস তুলে ধরতে চাই।

সাংবাদিকতা ঘটনার বিবরণ প্রদান এবং তথ্য যোগান প্রথা বাংলা ও ভারতের অন্যান্য অংশে প্রাচীন এবং মধ্যযুগেও সীমিতভাবে চালু ছিল। প্রাচীন ভারতে পাথর বা স্তম্ভে খোদিত শব্দাবলি তথ্যের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সম্রাট অশোক পাথর ও স্তম্ভে খোদিত আদেশ তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র এবং বাইরেও প্রজ্ঞাপন করেন। তিনি তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশে এবং বিদেশে গুপ্তচর নিয়োগ করেন। সুলতানি আমলে 'বারিদ-ই-মামালিক' বা গোয়েন্দা প্রধান কর্তৃপক্ষকে সাম্রাজ্যের তথ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব পালন করতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মুনহি বা গুপ্তচররা সুলতানকে অতি তুচ্ছ বিষয়সমূহও অবহিত করত। মুগল শাসনামলে সংবাদ সার্ভিস নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ওয়াকই-নবিশ', 'সাওয়ানিহ-নবিশ' এবং 'খুফিয়ানবিশ' চালু ছিল। এ ছাড়াও 'হরকরা' এবং 'আকবর-নবিশ' নামে সুলতানদের সাধারণ তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল। ভাট, কথক এবং নরসুন্দর মানুষকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক খবর জানাত। কিন্তু মুগল আমলের বাংলায় সাংবাদিকতা ছিল শুরুর পর্যায়ে, প্রকৃত অর্থে সাংবাদিকতা হিসেবে বিষয়টি তখন বিকশিত হতে পারে নি। আধুনিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সাংবাদিকতার উৎপত্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে। উপনিবেশ হওয়ার কারণে এশিয়ার অন্য যে কোন দেশের আগেই বাংলা অঞ্চলে সাংবাদিকতা শুরু হয়। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত জেমস অগাস্টাস হিকি-র বেঙ্গল গেজেট প্রকাশনার মাধ্যমে বাংলায় আধুনিক সাংবাদিকতার ইতিহাস শুরু হয়। পত্রিকার বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছিল, সকল পক্ষের জন্য উন্মুক্ত হলেও এটি কারও দ্বারা প্রভাবিত নয় এমন একটি সাপ্তাহিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক পত্রিকা। ১৮১৮ সালে বাংলা সাংবাদিকতা যাত্রা শুরু করে। সে বছর বাঙ্গাল গেজেট (কলকাতা), দিগদর্শন (কলকাতা) এবং সমাচার দর্পণ (শ্রীরামপুর) নামে তিনটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুর থেকে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের বর্তমান ভূখন্ড থেকে প্রথম প্রকাশিত সাপ্তাহিক রংপুর বার্তাবহ প্রকাশিত হয় রংপুর থেকে ১৮৪৭ সালে এবং ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত সাপ্তাহিক ঢাকা নিউজ প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালে। ঢাকা প্রকাশ ১৮৬১ সালে এবং ঢাকা দর্পণ ১৮৬৩ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।বিশ শতকের শুরুতে সাংবাদিকতা পেশা এক নতুন মোড় নেয়। জাতীয়বাদী আন্দোলন, মুসলিম জাতীয়তাবাদের উত্থান, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের সূচনা প্রভৃতি কারণে সংবাদপত্রসমূহের চাহিদা ও পাঠকসংখ্যা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ এবং পূর্ববাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকার উত্থান সাংবাদিকতার বিস্তারের ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করে।পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বেশ কিছু পত্রিকার মালিক-সম্পাদক দেশান্তরি হওয়ায় পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্র প্রকাশনায় একটি শূন্যতা সৃষ্টি হয়। ঢাকায় এ সময়ে প্রকাশিত কোন দৈনিক পত্রিকার সন্ধান মেলে না। ঢাকার প্রধান পত্রিকা ছিল তখন দৈনিক আজাদ, ইত্তেহাদ এবং মর্নিং নিউজ। এগুলি প্রকাশিত হতো কলকাতা থেকে। অবশ্য বছর দুয়েক-এর মধ্যে পত্রিকাগুলি ঢাকায় চলে আসে। পরে এখান থেকে প্রকাশিত হয় ইত্তেফাক, সংবাদ, পাকিস্তান অবজারভার (পরে বাংলাদেশ অবজারভার) প্রভৃতি পত্রিকা যা আজও দেশের প্রথম সারির দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে (উল্লেখ্য জুন ২০১০ থেকে অবজারভার পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেছে)। বাংলাদেশ সরকারের ফিল্ম অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অধিদপ্তরের ১ জুলাই ২০১০ হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত মিডিয়া তালিকাভুক্ত পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৪৫৭টি [দৈনিক: ঢাকা ৯২টি, ঢাকার বাইরে (মফস্বল) ১৯২টি; সাপ্তাহিক: ঢাকা ৬৯টি, ঢাকার বাইরে ৫৫টি; পাক্ষিক: ঢাকা ১৫টি, ঢাকার বাইরে ৩টি; মাসিক: ঢাকা ২৬টি, ঢাকার বাইরে ৪টি এবং ত্রৈমাসিক: ঢাকা ১টি]। ১৯৪৭ সালে, পরে প্রথমত, পঞ্চাশের দশক, দ্বিতীয়ত, ১৯৯০ সালের পর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা এবং প্রকাশের মাত্রিকতা সাংবাদিকতা জগতের বিপুল উন্নয়নের নির্দেশক। এই সময়ে ডিজিটাল যুগে সাংবাদিকতা এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হল গণমাধ্যম। এই দেশের সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ওতপ্রোত ভাবে এমন কিছু বরণীয় ও স্মরণীয় ব্যক্তির নাম যাঁদের জীবন শুরু হয়েছিল সাংবাদিকতার হাত ধরে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী সেরকমই এক ব্যক্তিত্ব। গান্ধীজির লেখায় আদতে ইংরেজদের মেরুদন্ড দিয়ে ভয়ের চোরা স্রোত নেমে যেত। তাই ইংরেজ সরকার যে কোন মূল্যে চেয়েছিল যাতে এই বলিষ্ঠ কলমের কণ্ঠ রোধ করা যায়।জাতির জনক হিসাবে খ্যাত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। গান্ধীজির সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৯০৩-০৪ সালে তিনি যোগ দেন 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামক পত্রিকায়। এটি ছিল একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা। গান্ধীজি বুঝেছিলেন আন্দোলন করতে হলে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে হবে। আর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সহজ মাধ্যম সংবাদপত্র।তিনি তাঁর লেখনীর মধ্যমে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, জনগণের আবেগ প্রতিবাদ প্রকাশ করতেন। গান্ধীজি তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফল করতে সক্ষম হয়েছিলেন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

ফটোগ্রাফারদের দেখেই রেগে আগুন সারা, দিলেন ধমক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সারা আলি খান, বলিউডের উঠতি তারকাদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী তিনি। বলিউড অভিনেত্রী হিসেবে তার বয়স সবে পাঁচ বছর। এর মধ্যেই দর্শক ও অনুরাগীদের মনে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন সারা। অভিনয়ে যা-ই খামতি থাকুক না কেন, নিজের হাসিখুশি ব্যবহারের কারণে চিত্রগ্রাহীদের কাছে তার কদর কম নয়। ফটোশিকারিদের দৌরাত্ম্যে অনেক সময়ই চটে যান বলিউডের তারকারা। সারা কিন্তু সেই তালিকায় পড়েন না। বরং, আলোকচিত্রীদের সঙ্গে দেখা হলেই করজোড়ে তাদের অভিবাদন জানান অভিনেত্রী। সম্প্রতি সেই অভ্যাসে বদল ঘটল। রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে ফটোগ্রাফারদের দেখেই রেগে গেলেন সারা। এমনকি, জোরে ধমকও দিয়ে দিলেন অভিনেত্রী। কিন্তু কেন?

সম্প্রতি মুম্বাইয়ের এক রেস্তরাঁয় দেখা যায় সাইফ-কন্যা সারাকে। পরেন লাল পোশাক, চোখেমুখে সামান্য রূপটান, কপালে ছোট্ট টিপ। অভিনেত্রীকে রেস্তরাঁর সামনে দেখা মাত্রই তার নাম ধরে চিৎকার করতে থাকেন চিত্রগ্রাহীরা। তাতেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন অভিনেত্রী। প্রথমে আকারে-ইঙ্গিতে সবাইকে চুপ করার জন্য অনুরোধ করলেও কেউ তাতে পাত্তা দেননি। চিৎকার না থামায় তারপরই তাদের জোর ধমক দেন সারা ।ওআস্তে! চেঁচামেচি করবেন না, সবাই তাকিয়ে রয়েছেন এ দিকে!" যদিও সারার এই ধমকে রাগ কম, আবদার বেশি ছিল বলেই দাবি অনুরাগীদের।

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে সারার ছবি 'জারা হটকে জারা বাঁচকে'। ওই ছবিতে ভিকি কৌশলের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করেন সারা। বক্স অফিসেও ওই ছবির দৌড় খারাপ নয়। এর পরে সারাকে দেখা যাবে অনুরাগ বসুর 'মেট্রো ইন দিনো' ছবিতে। 'লাইফ... ইন আ মেট্রো' খ্যাত পরিচালকের ওই ছবিতে আদিত্য রায় কাপুর, কঙ্কনা সেনশর্মা, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, ফাতিমা সানার মতো বলিউড অভিনেতাদের সঙ্গে দেখা যেতে চলেছে সাইফ-কন্যাকে।

অনেকেই আমাকে বাঙালি ভেবে বাংলায় কথা বলতে শুরু করেন : বিদ্যা বালান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালানকে দেখে লোকজন বাঙালি ভাবেন! সম্প্রতি এমনটাই জানালেন 'কাহানি'র নায়িকা। আর হবে নাই বা কেন তার পথ চলাই যে শুরু হয়েছিল একটি বাংলা ছবি দিয়ে, 'ভালো থেকো'। এরপর ২০০৫ সালে তিনি বলিউডে ডেবিউ করেন, তাও আবার কিনা শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' গল্পের প্রেক্ষাপটে তৈরি একই নামের ছবি দিয়ে। ফলে সেখানেও তাকে বাঙালির চরিত্রে দেখা গেছে। এছাড়া 'কাহানি' ছবি তো আছেই। ফলে একাধিক বাঙালি চরিত্রে অভিনয় করার দরুণ তাকে অনেকেই বাঙালি বলে ভুল করেন বম্বে জার্নিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিদ্যা বালান জানান, আজও তাকে অনেকেই বাঙালি মনে করেন যেখানে তিনি আদতে একজন দক্ষিণ ভারতীয়।

অভিনেত্রী তার এই সাক্ষাৎকারে বলেন, 'অধিকাংশ লোকজন আমায় বাঙালি মনে করেন। তারা আমার সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। আমি বাংলা ভাষাটা জানি বলে বলতে বা বুঝতে পারি। কিন্তু আমার পরিবার মাঝে মধ্যে হতবাক হয়ে যায় গোটা বিষয়টা দেখে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাকে কেউ ভিদ্যা বললে আমি তাদের বিদ্যা দিদি বলতে বলি।'

সঞ্চালক তার সঙ্গে মশকরা করে বাংলায় কথা বললে অভিনেত্রী সেই কথার উত্তর ভাঙা ভাঙা বাংলাতেই দেন। বলেন 'আমি মন থেকে বাঙালি।'

তবে আপনি জানেন কি এই দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী যতই ভালো বাংলা বলুন না কেন তার পছন্দের খাবার কী? তিনি দক্ষিণী খাবার খেতেই পছন্দ করেন জলখাবারে। অভিনেত্রীর কথায়, 'সব থেকে সেরা দক্ষিণ ভারতীয় খাবার আমার বাড়িতেই পাওয়া যায়। আমি বাইরের দক্ষিণ ভারতীয় খাবার একদম খেতে পারি না। কত কত সোডা দিয়ে দেয়, বাপ রে! ইডলি, ধোসার মতো ভালো জলখাবার হয় না।'

সাক্ষাৎকারে বিদ্যা বালান জানান, তিনি দক্ষিণ ভারতীয় বিয়ে বাড়িতে যান কেবল সেখানকার খাবারের জন্য। অভিনেত্রীর কথায়, 'দক্ষিণ ভারতীয় কারও বিয়েতে নিমন্ত্রণ পেলেই জলখাবার খেতে চলে যেতাম। জলখাবারটাই এত ভালো হয় এসব জায়গায় যে লাঞ্চ বা ডিনার কিছুই আর করার প্রয়োজন হয় না।'

তার পছন্দের জলখাবারের মধ্যে পাইনাপেল কেশরী, ধোসা, ইডলি থাকে বলেও জানান অভিনেত্রী।

শাহরুখের 'জওয়ান' নিয়ে উচ্ছ্বসিত সালমান যা বললেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সোমবার (১০ জুলাই) মুক্তি পায় বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের 'জওয়ান' সিনেমার প্রিভিউ ভিডিও। ২ মিনিট ১৫ সেকেন্ডের এই ভিডিওতে শাহরুখকে দেখা গেছে একাধিক রূপে। কেরিয়ারের প্রথম একই সিনেমায় শাহরুখের এতগুলো লুক প্রকাশিত হয়েছে। 'বহুরূপী' শাহরুখকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন ভক্তরা।

এমনকি সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে সেই প্রিভিউ পোস্ট করে অনেক তারকাই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। বলিউড ভাইজান সালমান খানও এর বাইরে যাননি, তিনি ভিডিওটি শেয়ার করে জানালেন, প্রথম দিনেই প্রেক্ষাগৃহে যাবেন বন্ধু শাহরুখের সিনেমা দেখতে। প্রিভিউটি পোস্ট করে সালমান লেখেন, 'পাঠান জওয়ান বান গায়া, অসাধারণ প্রিভিউ, প্রচণ্ড পছন্দ হয়েছে। এই ধরনের সিনেমা একমাত্র প্রেক্ষাগৃহেই দেখা উচিত। আমি নিশ্চিতভাবে প্রথম দিনেই দেখতে যাচ্ছি। মাজা আহ গায়া ওয়াহহহ।'

অ্যাটলি কুমারের পরিচালিত 'জওয়ান'-এ শাহরুখের বিপরীতে রয়েছেন দক্ষিণী সিনেমার লেডি সুপারস্টার নয়নতারা। এছাড়াও রয়েছেন দক্ষিণী সিনেমার তুমুল জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় সেতুপতি। আর সিনেমাটিতে অতিথি চরিত্রে চমক দেবেন দীপিকা পাড়ুকোন।

উল্লেখ্য, ২৫ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল 'পাঠান'। এতে শাহরুখের সঙ্গে অ্যাকশন দৃশ্যে অংশ নিতে দেখা যায় সালমানকে। এদিকে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল সালমানের 'টাইগার থ্রি'তে দেখা যাবে শাহরুখকে। 'পাঠান' ও 'টাইগার'-এর এই 'ক্রসওভার' দর্শকরা খুবই পছন্দ করেছেন। তাই সালমানের 'টাইগার থ্রি'র অপেক্ষায়ও রয়েছে।

সামান্থার পোস্ট ঘিরে ঘনাচ্ছে রহস্য

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সামান্থা রুথ প্রভু, ভারতীয় দক্ষিণী সিনেমা জগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। কিছু দিন আগে দক্ষিণী সিনেমা থেকে পা রাখেন বলিউডে। কিন্তু এর মাঝেই একের পর এক ঝড় বয়ে গিয়েছে তার ব্যক্তিগত জীবনে। প্রথমে নাগা চৈতন্যের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ, তার পর এক কঠিন অসুখে আক্রান্ত হন অভিনেত্রী। রোগের নাম মায়োসাইটিস বা পেশিপ্রদাহ। যদিও এত কিছুর মাঝে কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকায় প্রায় বিনা ছুটিতেই একসঙ্গে একটি ছবি ও একটি সিরিজের কাজ চালিয়ে গেছেন তিনি। মার্ভেল খ্যাত রুশো ব্রাদার্সের আন্তর্জাতিক সিরিজ 'সিটাডেল'-এর ভারতীয় সংস্করণে কাজ করছেন অভিনেত্রী। ওই সিরিজে তার বিপরীতে রয়েছেন বলিউড তারকা বরুণ ধাওয়ান। এই প্রথম এত বড় মাপের আন্তর্জাতিক প্রজেক্টের অংশ হতে চলেছেন সামান্থা। পাশাপাশি ছিল তেলুগু ছবি 'কুশি'। ওই ছবিতে দক্ষিণী তারকা বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন অভিনেত্রী। এর মাঝেই ঘোষণা করেন এক বছরের কর্ম বিরতি নেবেন তিনি। তার ঠিক দিন কয়েকের মধ্যে নতুন পোস্ট দেন সামান্থা। তাতেই ঘণীভূত হচ্ছে রহস্য।

অভিনেত্রী নিজের ইনস্টাগ্রামে লেখেন, "সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে কঠিন ছয় মাস...শেষ হল অবশেষে।"

অভিনেত্রীর এমন পোস্ট দেখে উদ্বেগে অনুরাগীরা। তবে অনেকেই মনে করেছেন গত ছয় মাস ধরে যেভাবে এক মুহূর্ত বিশ্রাম না নিয়ে কাজ করেছেন তিনি সেখান থেকে খানিক বিরতি নিতে হয়তো এই পোস্ট। যদিও এর মধ্যেই মুম্বাই বিমানবন্দরে দেখা মিলল অভিনেত্রীর। মুখ ঢাকা মাস্কে, অতি সাধারণ পোশাকেই মায়ানগরীতে আসেন তিনি।

জানা গেছে, খুব শিগগিরই রোগের চিকিৎসা করাতে আমেরিকায় যাবেন সামান্থা। অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্যে নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে চান তিনি। এমনকি, অভিনয় থেকে বিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে প্রযোজকদের অগ্রিম অর্থও ফিরিয়ে দিচ্ছেন সামান্থা।

মাসসেরা ক্রিকেটার

হাসারাঙ্গা, গার্ডনারের বিশ্বরেকর্ড

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : জুন মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীলঙ্কার রেকর্ড-ব্রেকিং স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। একইসঙ্গে মেয়েদের ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটার অলরাউন্ডার অ্যাশলে গার্ডনার মাসসেরা হয়েছেন। এর মাধ্যমে অনন্য এক রেকর্ড গড়েছেন গার্ডনার। এ নিয়ে তিনবার তিনি এই পুরস্কার জিতেছেন। যা ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম।

ওয়ানডে বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা করে নিতে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কাকে বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসতে হয়েছে। যেখানে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন লঙ্কানরা। দলটির হয়ে রেকর্ড-ভাঙা পারফর্ম করেছেন হাসারাঙ্গা। হাসারাঙ্গা জুনে ম্যাচপ্রতি ১০.০০ গড়ে মোট ২৬ উইকেট নিয়েছিলেন। একইসঙ্গে বাছাইপর্বের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারীও হন তিনি। ওই টুর্নামেন্টে হাসরাঙ্গা ইতিহাসের প্রথম স্পিনার হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে টানা তিন ম্যাচে পাঁচ উইকেট নেওয়ার নজির গড়েন। এর আগে বোলার হিসেবে এই কীর্তি ছিল কেবল ওয়াকার ইউনুসের।

শ্রীলঙ্কা বিশ্বকাপের টিকিট কাটার পর হাসারাঙ্গা এমনিতেই খুশি। তার ওপর এমন অর্জন তার আনন্দের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য এই স্পিনারের, 'আমি এই পুরস্কার পেয়ে অত্যন্ত খুশি। আমরা ভারতে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার পর এই পুরস্কার পাওয়াটাও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আইসিসি পুরুষদের মাসসেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হতে পেরে আমি সৌভাগ্যবান এবং সম্মানিত।'

২০২২ সালের জুলাই মাসে প্রভাত জয়সুরিয়ার পর হাসরাঙ্গাই প্রথম শ্রীলঙ্কান খেলোয়াড়, যিনি এই পুরস্কার জিতেলেন। তবে তার সঙ্গে মাসসেরা লড়াইয়ে ছিলেন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের আরেক তারকা পারফর্মার জিম্বাবুয়ের অলরাউন্ডার শন উইলিয়ামস এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে জিততে সাহায্য করা তারকা ব্যাটার ট্র্যাভিস হেড।

অন্যদিকে, প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত মেয়েদের অ্যাশেজে মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া। যেখানে একমাত্র টেস্ট ম্যাচটি জিতে নেয় অজিরা। সেখানে অলরাউন্ডার গার্ডনার স্মরণীয় পারফর্ম করেছিলেন। ওই ম্যাচেই মোট ১২ উইকেট পেয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে ম্যাচটিতে তিনি ব্যাটে করেন ৪০ রান। যার ফলস্বরূপ এলো মাসসেরার পুরস্কার। এর আগে গার্ডনার ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রথম এই পুরস্কার জিতেছিলেন। এরপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেও প্লেয়ার অফ দ্য মান্থ হন তিনি।

গার্ডনারের সঙ্গে মাসসেরার দৌড়ে ছিলেন ইংল্যান্ডের ট্যামি বিউমন্ট এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেইলি ম্যাথিউস। তাদের হারিয়ে উচ্ছ্বসিত এই অলরাউন্ডার, 'যারা আমাকে মাসসেরা আইসিসি মহিলা খেলোয়াড় হওয়ার জন্য ভোট দিয়েছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।'

দোটানায় এমবাপ্পে

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইউরোপীয় ফুটবলের গ্রীষ্মকালীন দলবদলে এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ আলোচনায় আছেন পিএসজির ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে। তার পিএসজি ছাড়তে চাওয়া এবং রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তির গুঞ্জন ফুটবলবিশ্বে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। তবে গতকাল মাদ্রিদের ক্লাবটি এমবাপ্পের সঙ্গে চুক্তির খবরটি অস্বীকার করে।

পিএসজিতে ভাঙন ধরা শুরু হয় কাতার বিশ্বকাপে শিরোপার ছোঁয়া পাওয়া আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসি মেজর সকার লিগের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে পাড়ি জমালে। এরপর থেকেই গুঞ্জন শুরু হয় পিএসজি ছাড়ছেন এমবাপ্পে। তবে এই তারকা ফুটবলার এই মুহূর্তেই পিএসজি ছাড়তে চান না।

তিনি চান ২০২৪ সালে ক্লাবের সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে অন্য ক্লাবে নাম লিখাতে। অন্যদিকে ফরাসি ক্লাব পিএসজির চাওয়া, আগামী মৌসুম খেলতে হলে এমবাপ্পেকে চুক্তি নবায়ন করতে হবে। নয়তো এই মুহূর্ত তাকে ক্লাব ছাড়তে হবে। কেননা, ফ্রি এজেন্ট হিসেবে অন্য ক্লাবে গেলে পিএসজির কোনো আর্থিক লাভ হবে না।

অন্যদিকে এখন তাকে অন্য ক্লাবের কাছে বিক্রি করতে পারলে পিএসজি যে অর্থ পাবে সেই অর্থ দিলে নতুন কোনো খেলোয়াড় দলে ভেড়াতে পারবে। এমন পরিস্থিতিতে গুঞ্জন ওঠে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেয়ার কাছাকাছি পর্যায়ে আছেন এমবাপ্পে। তার নিজের কথাতেও পাওয়া যাচ্ছিল সেই আভাস। নিজ ক্লাব প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) বিপক্ষে একের পর এক নেতিবাচক মন্তব্যও করেছিলেন এই তারকা।

পিএসজি থেকে মেসির চলে যাবার পরেই নিজের দলবদল নিয়ে আগ্রহ দেখান তিনি। তাকে কেনার তালিকায় সবচেয়ে বড় নাম রিয়াল মাদ্রিদ। গুঞ্জন চলছিল বিশ্বকাপ জেতা এই তারকাকে কেনার জন্য নাকি সব চুক্তিই তৈরি করেছে স্পেনের ক্লাবটি। চুক্তি অনুযায়ী, ২০০ মিলিয়ন ইউরোতে দল ছাড়বেন এমবাপ্পে। ৫ বছরের জন্য রিয়ালে পাড়ি জমাবেন তিনি। যেখানে তার বেতন হবে ৫০ মিলিয়ন। আর রিলিজ ক্লজ হবে ১ বিলিয়ন ইউরো।

তবে এসব গুঞ্জনের সবটাই গতকাল উড়িয়ে দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এমবাপ্পের সঙ্গে এমন কোন চুক্তিই হয়নি তাদের। আরেকদিকে জানা যায়, এমবাপ্পে ইস্যুতে রিয়ালের কর্তাব্যক্তিরা সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছেন। ট্রান্সফার ফি এবং বেতন মিলিয়ে তাদের ৪০০ মিলিয়ন খরচ হতে পারে। এজন্যই এমবাপ্পের সঙ্গে বেতন আর ব্যক্তিগত শর্তাবলি নিয়ে সমঝোতার খবরটি উড়িয়ে দিয়েছেন রিয়ালের নীতিনির্ধারকরা।

এমন খবর অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত হয়তো সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতেই পা রাখতে চলেছেন এমবাপ্পে। বেশ কয়েক বছর ধরেই তার ব্যাপারে গুঞ্জন চলে আসছে। এমবাপ্পে নিজেও রিয়ালের সাদা জার্সিতে খেলার আগ্রহ দেখিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত এই ফরাসি অধিনায়কের ভবিষ্যৎ কোথায় ঠেকে সেটা জানা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

অ্যাশেজ: চতুর্থ টেস্টের জন্য

ইংল্যান্ডের দল ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হেডিংলি টেস্ট জিতে সিরিজ জয়ের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে ইংল্যান্ড। আগামী ১৯ জুলাই থেকে ম্যানচেস্টারে শুরু হবে সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। এই টেস্টকে সামনে রেখে মঙ্গলবার ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

দলে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। তৃতীয় টেস্টে পেসার অলি রবিনসন পিঠের সমস্যায় পড়লেও তিনি আছেন চতুর্থ টেস্টের দলে। এছাড়াও যথারীতি আছেন ড্যান লরেন্স। জনি বেয়ারস্টোর সময়টা ভালো না গেলেও তিনিও আছেন দলে। হেডিংলি টেস্টের এক ইনিংসেও তিনি ১২ রানের বেশি করতে পারেননি। এছাড়া সবশেষ ছয় ইনিংসে তার ব্যাটিং গড় ২৩.৫০। ফিফটি মাত্র ১টি।

সে কারণে বেয়ারস্টোর জায়গায় বেন ফকসকে সুযোগ দেওয়ার পক্ষে ছিলেন অনেকে। তাছাড়া কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ফকসের পারফরম্যান্স মুগ্ধ হওয়ার মতো। লাল বলে ৪৩.৮১ গড়ে তিনি করেছেন ৪৮২ রান। কিন্তু কোচ ব্রেন্ডান ম্যাককালাম ও অধিনায়ক বেন স্টোকস তাকে সুযোগ দেননি চতুর্থ টেস্টেও।

ইংল্যান্ডের চতুর্থ টেস্টের স্কোয়াড:

বেন স্টোকস, মঈন আলী, জেমস অ্যান্ডারসন, জোনাথন বেয়ারস্টো, স্টুয়ার্ট ব্রড, হ্যারি ব্রুক, জ্যাক ক্রাউলি, বেন ডাকেট, ড্যান লরেন্স, অলি রবিনসন, জো রুট, জশ টাং, ক্রিস ওকস ও মার্ক উড।

চেলসির নতুন হোম জার্সিতে

নেই স্পন্সরের নাম

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ২০২৩-২৪ মৌসুমের জন্য চেলসি তাদের নতুন জার্সি উন্মোচন করেছে। নতুন মৌসুমে চেলসি তাদের জার্সির জন্য এখনো কোন স্পন্সর খুঁজে পায়নি। গত মৌসুমের পরে টেলিকমিউনিকেশন প্রতিষ্ঠান থ্রির সাথে চুক্তি শেষ হয়ে গেছে ব্লুজদের। কিন্তু গত আসরে টেবিলের ১২তম স্থানে থেকে লিগ শেষ করার পর পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানটি চুক্তি নবায়নে আর কোন আগ্রহ দেখায়নি। এদিকে, দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চেলসির আলোচনা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। প্যারামাউন্ট+ ও স্টেক নামের দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত চুক্তি সই করতে পারেনি চেলসি। বেটিং প্রতিষ্ঠান স্টেকের সঙ্গে চুক্তিটি সম্ভব হয়নি প্রিমিয়ার লিগ সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের আপত্তির কারণে। চেলসি সমর্থকেরাও বেটিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চেলসির বাণিজ্যিক চুক্তির বিরোধিতা করেছে। এক জরিপে দেখা গেছে, ৭৭ শতাংশ সমর্থক চান না তাদের প্রিয় ক্লাবের জার্সিতে কোনো বেটিং প্রতিষ্ঠানের লোগো থাকুক। এপ্রিলে প্রিমিয়ার লিগ ঘোষণা দিয়েছে ২০২৫-২৬ মৌসুমের পর থেকে কোন বেটিং প্রতিষ্ঠানের লোগো জার্সির সামনে থাকতে পারবে না।

চেলসি জানিয়েছে, আগামী ১৬ আগস্ট থেকে ওয়েবসাইটে ও তাদের নিজস্ব দোকানগুলোতে নতুন জার্সি পাওয়া যাবে। তিনদিন আগে লিভারপুলের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে নতুন মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে চেলসি। ২৩ আগস্ট থেকে বড় পরিসরে জার্সি বিক্রি শুরু হবে। প্রাক-মৌসুম যুক্তরাষ্ট্র সফরেও চেলসিকে পৃষ্ঠপোষকবিহীন জার্সি পড়েই মাঠে নামতে হচ্ছে। এর আগে গত মৌসুমের শুরুতে নটিংহ্যাম ফরেস্টের জার্সিতেও কোন পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল না।

আমি মেসি-রোনালদোর

চেয়ে বেটার, বললেন সুনিল ছেত্রী

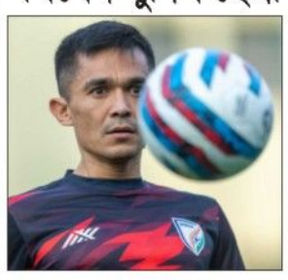

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম দেশ ভারতে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা উপচেপড়া। ক্রিকেট উন্মাদনায় সারাবছর মেতে থাকে দেশটি। সে অনুযায়ী বৈশ্বিক খেলা ফুটবলের জনপ্রিয়তা অনেক কম। হালফিলে ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ভারতীয় ফুটবলে দর্শক আনার পেছনে অন্যতম অবদান রেখেছেন দেশটির তারকা ফুটবলার সুনিল ছেত্রী।

২০০৫ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক অভিষেক ঘটে ছেত্রীর। অভিষেকেই গোলের দেখা পাওয়া ছেত্রী এরপর সময়ের ব্যবধানে হয়ে ওঠেন পরিণত একজন। এতটাই যে, নিজেকে এখন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর চেয়ে এগিয়ে রাখছেন তিনি! এমনটিই জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস।

এক দশকের বেশি সময় ধরে ভারতের অধিনায়ত্ব করছেন ৩৮ বছর বয়সী ছেত্রী। তার অধীনেই সর্বশেষ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জেতে ভারত। ৬ গোল করে আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতাও হন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ভারতের হয়ে ১৪২ ম্যাচে ৯২ গোল তার। সামনে কেবল তিনজন।

২০০ ম্যাচে ১২৩ গোল নিয়ে সবার ওপরে আছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার রোনালদো। রোনালদোর পরের স্থানে আছেন ইরানের সাবেক ফুটবলার আলী দাঈ। ১৪৮ ম্যাচে ১০৯ গোল তার। ১৭৫ ম্যাচে ১০৩ গোল নিয়ে আর্জেন্টাইন মহাতারকা মেসি আছেন তিন নম্বরে।

এই তিনজনের পরেই গোলের দিক দিয়ে ছেত্রীর অবস্থান। সর্বকালের সেরা দশ গোলদাতার তালিকায় থাকা এই তারকা মেসি-রোনালদোদের পিছিয়ে রাখছেন নিজের চেয়ে। গতকাল সোমবার (১০ জুলাই) হিন্দুস্তান টাইমসের করা একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ছেত্রী বলেন, 'আর সবার মতো আমিও মেসি-রোনালদোর বড় ভক্ত। তাদের সঙ্গে আমার কোনো তুলনা চলে না। তালিকার বাকিদের সঙ্গেও না। সেরা দশের এই তালিকাকে আমি সিরিয়াসলি নিই না। তবে হ্যাঁ, যখন দেশের প্রতিনিধিত্ব করার কথা আসে, আমি এমনকি মেসি-রোনালদোর চেয়েও বেটার।'

আর্জেন্টিনার স্বপ্নযাত্রার দুই বছর

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : 'দুই বছর!' ঠিক এই দুই শব্দেই আজ মঙ্গলবার (১১ জুলাই) নিজের ইন্সট্রাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ছবি পোস্ট করেন লিওনেল মেসি। তাতে দেখা যায়, আকাশী-নীল জামা পরে একদল ছেলে সামনের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আরেকজন গুটি গুটি পায়ে অতিকায় এক ট্রফি হাতে তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু, মাত্র অল্প কিছুক্ষণ আগে পাওয়া একজন মানুষের বিশালত্বের কাছে ট্রফিটিকে আর বিশাল মনে হয়নি।

সামনের দিকে তাকিয়ে হাসা প্রাণগুলো আর্জেন্টাইন ফুটবলার। ট্রফিটা কোপা আমেরিকা। যার দিকে সবাই তাকিয়ে, তিনি লিওনেল মেসি। আজ থেকে ঠিক দু'বছর আগে, ১১ জুলাই ২০২১ সালে ব্রাজিলের মারাকানায় মেসির আর্জেন্টিনা প্রথম শিরোপা জিতেছিল। যে শিরোপায় খুলেছে অন্ধকারের বন্ধ দুয়ার, এরপর এসেছে বিশ্বকাপের সোনালি জোয়ার।

উরুগুয়ের সঙ্গে কোপা আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি ১৫ শিরোপা জয়ের মালিক এই আর্জেন্টিনাই। তবু, আগের ১৪টির চেয়ে শেষটার মাহাত্ম্য অনেক। ২০২১ সালের কোপা আমেরিকার আগে মেসি জাতীয় দলের হয়ে আরও তিনটি কোপার ফাইনাল খেলেছিলেন, শেষ হাসি হাসতে পারেননি। অভিশাপ কাটানোর জন্য হলেও একটা শিরোপা দরকার ছিল তার। সঙ্গে ছিল ২৮ বছর ধরে বড় কোনো শিরোপা না জেতার দুঃখকে সঙ্গী করে দলটাকে ভালোবেসে যাওয়া আর্জেন্টিনার সমর্থকরা।

মেসি তো সবই পেয়েছিলেন, তবু চেয়েছিলেন দেশের হয়ে একটি শিরোপা। এই এক কোপা আমেরিকা মেসিকে শুধু শিরোপাই দেয়নি। আর্জেন্টিনাকে একজন গুরু দিয়েছে। যিনি কাদামাটির মতো গড়েছেন এক নেতাকে। সেই নেতা গুরুদক্ষিণা হিসেবে এমন একটা দল তৈরি করেছেন, যারা যুদ্ধের ময়দানে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়তে প্রস্তুত ছিলেন।

লিওনেল স্কালোনি, লিওনেল মেসি ও একদল অদম্য তারকা মিলে বেদনার নীল রঙে আনন্দের আলপনা এঁকেছেন। একটু খেয়াল করলে দেখবেন, আর্জেন্টিনার জাতীয় পতাকার ঠিক মাঝখানে সূর্য চেয়ে আছে। কোপার রূপালি পাতের হাত ধরে লা ফিনালিসিমা, তারপর বিশ্বকাপের সোনালি গোলক। বিধাতার কী চমৎকার চিত্রনাট্য!

২০২১ সালের ১১ জুলাই মারাকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের বিপক্ষে অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার গোলটি কেবলই এক গোল নয়। এক অবিস্মরণীয় মহাযাত্রার শুভারম্ভ বলা যেতে পারে। মারাকানা হয়ে লুসাইল, কোপা হয়ে বিশ্বকাপ। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্ব থেকে বিশ্বসেরা। জাদুকর মেসি ও তার জাদুর কাঠি কোপার শিরোপা, দুই বছরে পাল্টে দিল সব!

উইম্বলডনের কোয়ার্টার থেকে

ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নের বিদায়

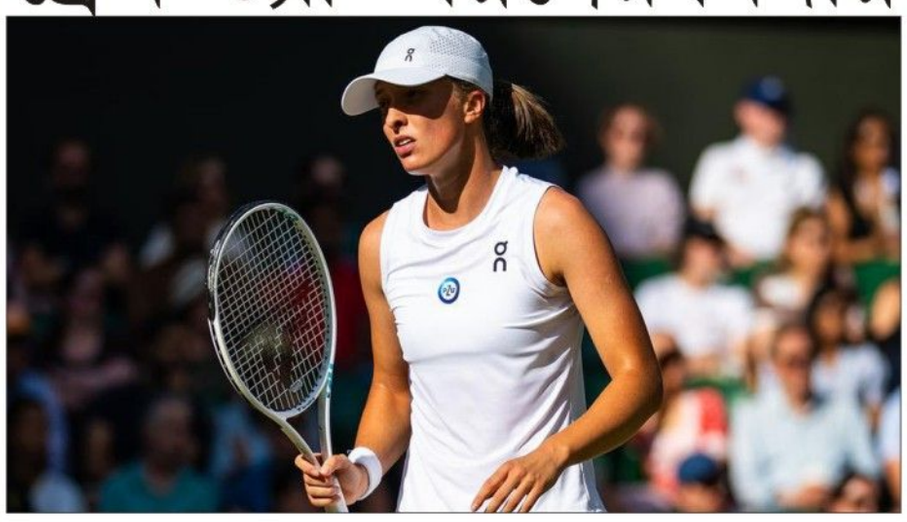

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : মাসখানেক আগে ফ্রেঞ্চ ওপেনে টানা দ্বিতীয় শিরোপা জিতে রেকর্ড গড়েছিলেন পোল্যান্ড টেনিস তারকা ইগা সিওনটেক। উইম্বলডনের কোর্টে তাকে এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখতে হয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনের মিত্র পোল্যান্ড। তাই তো সিওনটেক তার প্রতিপক্ষ ইউক্রেনীয় এলিনা ভিতোলিনার সঙ্গে ম্যাচের আগে কথা বলেন। তবে ম্যাচে তার বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি প্রতিপক্ষের কেউই। যেখানে সিওনটেককে ৭-৫, ৬-৭ (৫-৭) ও ৬-২ সেটে হারিয়েছেন এলিনা।

জমজমাট লড়াইয়ের পর প্রথম সেট জিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন এলিনা। ঘুরে দাঁড়িয়ে সমতা ফেরালেন ইগা সিওনটেক। কিন্তু তৃতীয় সেটে তাকে পাত্তাই দিলেন না এলিনা। দারুণ এক জয়ে উইম্বলডনের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিলেন ইউক্রেনের এই খেলোয়াড়।

মেয়েদের র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর খেলোয়াড় সিওনটেক এদিন শুরুটা ভালোই করেন। প্রথম সেটে একটা সময় এগিয়ে ছিলেন তিনি ৫-৪ গেমে। কিন্তু এরপর দারুণভাগে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেট জিতে নেন এলিনা। দ্বিতীয় সেটেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। টাইব্রেকারে শেষ পর্যন্ত জয়ের মুখ দেখেন শীর্ষ বাছাই সিওনটেক। কিন্তু তৃতীয় সেটে নিজেকে একেবারেই মেলে ধরতে পারেননি তিনি। সবশেষ ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়নকে উড়িয়ে জয়ের উল্লাসে ভাসেন এলিনা। গত অক্টোবরে তিনি কন্যা সন্তানের মা হয়েছিলেন। এরপর খেলায় ফেরেন চলতি বছরের এপ্রিলে। এ নিয়ে ঘাসের কোর্টে তিনি দ্বিতীয়বার সেমিফাইনালে উঠেছেন। আর দুইবারই গত চার বছরের মধ্যে।

আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) শেষ চারের লড়াইয়ে ২৮ বছর বয়সী এলিনা মার্কেতা ভন্দ্রোউসোভার মুখোমুখি হবেন। এদিনই শেষ আটের খেলায় চতুর্থ বাছাই জেসিকা পেগুলাকে ৬-৪, ২-৬ ও ৬-৪ গেমে হারান ২০১৯ ফরাসি ওপেনের রানারআপ ভন্দ্রোউসোভা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR